بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মক্কা বিজয়াভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ০৪ জুলাই, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মক্কায় প্রবেশকালীন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এর বিশদ বিবরণ হলো, ইবনে ইসহাক লেখেন, আবু সুফিয়ান ইসলামি সৈন্যবাহিনী দেখে মক্কায় ফেরত যায়। মহানবী (সা.) সবুজ পোশাকধারী বাহিনীর সাথে আগমন করেন। ইবনে সা'দ লেখেন, হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) এর মধ্যবর্তীতে মহানবী (সা.) তাঁর কাসওয়া নামক উটে সমাসীন ছিলেন। এ সময় তিনি সূরা ফাতহ্ পাঠ করছিলেন। তিনি (সা.) মক্কায় প্রবেশের সময় এতটা বিনয়ী ছিলেন যে, তাঁর মাথা উটের কুঁজের সাথে লেগে যাচ্ছিল। তিনি কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করেছিলেন এবং তাঁর পতাকার রঙও ছিল কৃষ্ণ বর্ণ। এ সময় তিনি (সা.) বারবার বলছিলেন, আল্লাহুম্মা ইন্নাল আইশা আইশাল আখিরাহ্। অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! প্রকৃত জীবন হলো পরজীবন। সেদিন মহানবী (সা.)-এর ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হলো, তিনি (সা.) বাহনে তাঁর পিছনে নিজের মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)- র পুত্র উসামা বিন যায়েদকে বসিয়ে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) ২০শে রমযান তারিখে সূর্য কিছুটা ওপরে উঠার পর মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ মর্যাদা যা খোদা তা'লার বিশেষ বান্দাকে প্রদান করা হয়ে থাকে তা বিনয়রূপে প্রকাশ পায় এবং শয়তানের বড়োত্ব অহংকারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দেখো! আমাদের নবী করীম (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেভাবে তাঁর মাথা অবনত রাখেন এবং সেজদাবনত হন যেভাবে তিনি দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদের সময় অবনত রাখতেন এবং সেজদাবনত হতেন, যখন এই মক্কাতেই তাঁর সাথে সব ধরনের বিরোধিতা হতো এবং তাঁকে দুঃখকষ্ট দেয়া হতো। যখন তিনি (স.) প্রত্যক্ষ করেন যে, তিনি কী অবস্থায় মক্কা ত্যাগ করেছিলেন এবং বর্তমানে কী অবস্থায় এখানে পর্দাপন করছেন, তখন তাঁর হৃদয় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তিনি খোদাতা'লার সমীপে সেজদাবনত হন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কার নিকটে পৌঁছালে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি কোথায় অবস্থান করবেন? তিনি (সা.) বলেন, আকীল আমাদের জন্য কোনো জায়গা অবশিষ্ট রেখেছে কী? অর্থাৎ, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে উদর পূর্তি করেছিল। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আমরা খায়েফ বনু কেনানায় অবস্থান করব। এটি মক্কার একটি প্রান্তর ছিল, যেখানে কুরাইশরা অঙ্গীকার করেছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু হাশেম এবং বনু আব্দুল মুত্তালিব মহানবী (সা.)-কে আমাদের হাতে তুলে না দেবে এবং সঙ্গ পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে কোনো বিয়েশাদী করব না এবং কোনো ক্রয়বিক্রয় করব না।

যা'হোক, এরপর তিনি (সা.) কিছু সময় তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করেন। অতঃপর একটি তরবারি হাতে নিয়ে বর্ম পরিধান করে হযরত আবু বকর (রা.)-র সাথে কথা বলতে বলতে কা'বাগৃহের গমন করেন।

মহানবী (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বাগৃহের চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তন্মধ্যে **'হুবল'** ছিল সর্বাধিক বড় মূর্তি। মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি ধনুক ছিল আর তিনি যখনই কোন মূর্তির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেই ধনুক দ্বারা মূর্তির চোখে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন, জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা। অর্থাৎ, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য। (সূরা বনী ইসরাঈল:৮২)

কাবাগৃহের নিকটে পৌঁছে তিনি (সা.) নিজের বাহনে সমাসীন থাকা অবস্থায় লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন এবং আল্লাহু আকবর বলেন। মুসলমানরাও তখন এমনভাবে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন আর এভাবে গোটা মক্কা আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। তিনি (সা.) সাহাবাদের স্তব্ধ করেন। কাফিররা পাহাড়ের ওপর থেকে এ দৃশ্য দেখছিল। এরপর মহানবী (সা.) বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করেন আর তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাঁর উটের লাগাম ধরে ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করেন। এক বর্ণনা মতে, মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন কা'বাগৃহে গিয়ে সেখানে অঙ্কিত সকল ছবি মুছে ফেলেন। মহানবী (সা.) ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করেননি যতক্ষণ না সবগুলো ছবি মুছে ফেলা হয়েছিল। অতঃপর তিনি (সা.) মাকামে ইব্রাহীমে এসে দু'রাকাত নফল নামায পড়েন। এরপর যমযম কূপের নিকট উপস্থিত হন। হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) অথবা হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) একটি পাত্র ভরে যমযম কূপের পানি নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তা পান করেন এবং ওযূ করেন।

সাহাবীগণ তখন বরকতের জন্য সেই ওযূর পানি হাতে নিয়ে নিজেদের শরীরে মর্দন করছিলেন। কাফিররা তা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং বলছিল, আমরা এত বড়ো বাদশাহ্‌কে কখনো দেখিও নি আর কখনো শুনিও নি।

হুবল মূর্তিটি ভাঙার পর হযরত যুবায়ের বিন আল্‌আওয়াম (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেন, তোমরা উহুদের দিন গর্বের সাথে যে হুবলের বড়োত্ব ঘোষণা করছিলে আজ তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আবু সুফিয়ান তখন বলে, হে ইবনে আওয়াম! এখন এসব কথা বাদ দাও! আজ আমি বুঝতে পেরেছি, মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ছাড়া যদি আর আর কোনো উপাস্য থাকতো তাহলে আজ আমাদের এসব দেখতে হতো না।

এরপর মহানবী (সা.) কাবাগৃহের এক পাশে বসেন আর সাহাবীগণ (রা.)ও তাঁর চারপাশে জড়ো হয়। এই

সময় হযরত আবু বকর (রা.) তলোয়ার হাতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)-কে ডেকে কাবাগৃহের চাবি আনতে বলেন। তিনি তার মায়ের কাছে চাবি চাইলে তার মা চাবি দিতে অস্বীকার করে। তখন হযরত উসমান বিন তালহা (রা.) তার মাকে বলে, যদি তুমি চাবি দিতে অস্বীকার কর, তাহলে এই তরবারি দ্বারা আমি আমার পেটে আঘাত করব। যা'হোক তার মা তাকে চাবি দিে দেয়। তিনি চাবি নিয়ে আসলে মহানবী (সা.) তাকে চাবি ফিরিয়ে দেন এবং তাকে দরজা খুলতে বলেন। দরজা খোলার পর মহানবী (সা.) উসামা বিন যায়েদ এবং বেলাল বিন রিবাহ্ (রা.)-কে সাথে নিয়ে কা'বাগৃহের ভেতরে প্রবেশ করেন। কা'বাগৃহের চাবি রক্ষক হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। দরজা বন্ধ করে মহানবী (সা.) সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেছিলেন এবং দু'রাকাত নফল নামায পড়েন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ কথা হৃদয়ে প্রোথিত করে নাও যে, যেমন বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর) অর্থাৎ কা'বাগৃহে হজরে আসওয়াদ বিদ্যমান, তেমনই বক্ষ মাঝে হৃদয়ও বিদ্যমান। একটা সময় ছিল যখন কা'বাগৃহে কাফেররা মূর্তি স্থাপন করেছিল। কা'বাগৃহের উপর এই যুগ নাও আসতে পারত, কিন্তু, না! আল্লাহ্তা'লা এটাকে একটি দৃষ্টান্ত করে রেখেছেন। মানব হৃদয়ও একটি হাজরে আসওয়াদের ন্যায় এবং এর বক্ষও বায়তুল্লাহ্র সাথে সাদৃশ্য রাখে। আল্লাহ্ ব্যতীত সকল চিন্তাভাবনা হল সেই মূর্তি, যা এই কা'বাতে রাখা হয়েছে। পবিত্র মক্কার মূর্তিগুলো সেই সময় পরাস্ত হয়েছিল যখন আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) দশ হাজার পবিত্র আত্মার অধিকারী জামা'ত নিয়ে সেখানে প্রবেশ করেছিলেন এবং মক্কা বিজিয় হয়েছিল। এই দশ হাজার সাহাবীকে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ফেরেশতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের মতোই ছিল। মানব শক্তিও এক অর্থে ফেরেশতারই পদমর্যদার অধিকারী হয়ে থাকে। কেননা, যেমন ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য হল, তারা যা আদেশ প্রাপ্ত হয় তাই করে, তেমনি মানব শক্তিরও এই বিশেষত্ব যে, তাদের যা আদেশ দেওয়া হয় তারা তা পালন করে।

মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কুরাইশ! তোমাদের কী মনে হয় আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব?" কুরাইশরা বলল, "আপনি যা করবেন ভালোই করবেন। আপনি একজন সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের সন্তান।" তিনি বললেন, "যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।" লোকেরা সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা শুনে এমনভাবে বের হলো যেন এইমাত্র কবর থেকে বেরিয়েছে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ...সমস্ত কাফেরকে গ্রেফতার করে মহানবী (সা.) এর সমীপে পেশ করা হলে কাফেররা নিজেরাই স্বীকার করে যে, "আমরা আমাদের গুরুতর অপরাধের কারণে হত্যার যোগ্য এবং আমরা নিজেদেরকে আপনার দয়ার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।" তখন মহানবী (সা.) সকলকে ক্ষমা করে দেন। অন্য এক স্থানে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যদিও তাদের শাস্তি দেওয়া হলে তা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ হতো, তথাপি তিনি সেই সময় তাঁর সাধারণ ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। অলৌকিক ঘটনাবলী ছাড়াও এই সব বিষয়গুলো সাহাবীদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, এই কারণেই তিনি **"মুহাম্মদ"** (উচ্চ প্রশংসিত) নামে ভূষিত হয়েছিলেন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, মানুষ এই ধরনের নৈতিক গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি না করা পর্যন্ত কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ্তা'লার প্রতি পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে না, যতক্ষণ না সে নবী করীম (সা.)-এর নৈতিকতা ও জীবনযাপনকে নিজের পথপ্রদর্শক ও দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে।

আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) পরবর্তী ঘটনাবলী আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

পরিশেষে পরিশেষে হুযুর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমত, পাকিস্তানের সৈয়দ মওলুদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী সৈয়দা লুবনা আহমদ সাহেবা যিনি সাহেবযাদী আমাতুল হাকিম সাহেবা ও দাউদ মোযাফ্ফর শাহ সাহেবের পুত্রবধু ছিলেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) তাঁর নিকাহ পড়িয়েছিলেন এবং উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, দাম্পত্য সম্পর্ক বৃক্ষের কলমের ন্যায় হয়ে থাকে। শুরু থেকেই সযত্নে তাকে পরিচর্যা করতে হয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী দাম্পত্য সম্পর্কের এই কলমকে স্বভাবিক সত্য কথার বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে হয়। তবেই এটি সুরক্ষিত থাকে। এই দায়িত্ব কেবল স্বামী-স্ত্রীর নয়, বরং উভয়ের পরিবার, সমাজ এবং নিকট আত্মীয়দের উপরেও বর্তায়। কেননা, কু-ধারণা, পরচর্চা, অধৈর্য কিংবা ক্রোধের কারণে অনেক ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এ থেকে বিরত রাখতে সত্য কথা একটি দৃঢ় বন্ধনের ন্যায় কাজ করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, তিনি সম্পর্কে আমার স্ত্রীর ভাবিও ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবেও বলতে পারি যে, তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) প্রদত্ত উপরোক্ত নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে গেছেন।

অতঃপর হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানির শাফী যুবায়ের সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা নাজ মুন বিবি যুবায়ের সাহেবার স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের বিভিন্ন জামা'তী সেবা ও গুণাগুনের উল্লেখ করে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

4 July 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat